নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে পাওয়া যাবে না এমপিও বেতন

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ | ০৭:২৭

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অংশের বেতন ও ভাতা পেতে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নিয়োগ, পদোন্নতি, পেশাগত আচরণ এবং নিয়োগে শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠোর নিয়ম যুক্ত করা হয়েছে নতুন এমপিও নীতিমালায়।

গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫’ প্রকাশ করেছে। ওই দিন সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি কার্যকরের ঘোষণা দেওয়া হয়।

নতুন নীতিমালায় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি অংশের বেতন পেতে শিক্ষার্থী সংখ্যার ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শহরে শিক্ষার্থী ১২০, মফস্বলে ৯০ জন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শহরে ২০০, মফস্বলে ১৫০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে শহরে ২৫০-৩৯০, মফস্বলে ১৯০ জন। এ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শহর মফস্বল ও বিভাগভেদে আলাদা শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালায় বেসরকারি স্কুল-কলেজে প্রেষণে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগ দেওয়ার বিধান প্রথমবারের মতো রাখা হয়েছে। ৬২ পৃষ্ঠার নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রয়োজনে এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল ও কলেজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারসহ যোগ্য শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে প্রেষণে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে সরকার।

নীতিমালার ১৮ ধারায় শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের সরকারি অংশের বেতন-ভাতা স্থগিত, আংশিক কর্তন বা সম্পূর্ণ বাতিলের বিধান রাখা হয়েছে। নিয়োগে অনিয়ম, ভুয়া শিক্ষার্থী দেখানো, সরকারি অর্থ উত্তোলনে অনিয়ম, কেনাকাটার ক্ষেত্রে পিপিআর না মানা, অসদুপায় অবলম্বন বা এমপিও শর্ত ভঙ্গ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে অপসারণসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা প্রদর্শক নিয়োগের চাহিদা এখন থেকে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হয়ে এনটিআরসিএ বা মাউশিতে পাঠাতে হবে। ভুল চাহিদা পাঠালে প্রতিষ্ঠানপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও দায়ী থাকবেন।

এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্যাটার্নবহির্ভূত অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিলে তার সম্পূর্ণ বেতন প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নিয়োগে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে নতুন জনবল কাঠামোতে। এমপিও নীতিমালায় কলেজের ‘জ্যেষ্ঠ প্রভাষক’ পদ বাতিল করা হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে দুই বছর অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৩ বছর শিক্ষকতা অথবা সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দুই-তিন বছর অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বিনা অনুমতিতে টানা ৬০ দিন বা তার বেশি অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এমপিওভুক্তির অযোগ্য হবেন এবং পদ শূন্য ঘোষণা করা হবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক-কর্মচারী একাধিক চাকরি বা আর্থিক লাভজনক কোনো পেশায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

‘আর্থিক লাভজনক’ পেশার মধ্যে সাংবাদিকতা, আইন পেশা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে এমপিও বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে জানান, এমপিও শিক্ষকরা সরকারি অর্থ থেকে বেতন, ভাতা ও বোনাস পান- তাই তাদের জন্য সরকারি কর্মচারীদের মতোই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য। এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো একটি ধর্মের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ বা তার বেশি হলে ওই ধর্মের জন্য একজন ধর্ম শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, শিক্ষাজীবনে একটির বেশি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।